215281 - হারাম ঔষধসমূহ

প্রশ্ন

আমি একজন নারী ডাক্তার। আমি আশা করব, আপনারা বাস্তবসম্মত (সম্ভব হলে উদাহরণসহ) রোগীর জন্য যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রেসক্রাইব করা হারাম সে সম্পর্কে আমাকে জানাবেন। আমি জানি যে নেশোজাতীয় দ্রব্য প্রেসক্রাইব করা যাবে না। কিন্তু, বাস্তবকি ক্ষেত্রে আমি হয়তো সতর্ক থাকি না যে কিছু ঔষধে নেশোজাতীয় দ্রব্য আছে। অনুগ্রহ করে আমাকে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অন্যতম নেয়ামত হচ্ছে তিনি প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ নির্ধারণ করেছেন এবং চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করেছেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি যে রোগের তিনি চিকিৎসা রাখেননি।"[হাদীসটি বুখারী (৫৬৭৮) বর্ণনা করেন]

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'প্রত্যেকটি রোগের চিকিৎসা রয়েছে। কোনো রোগে যদি সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে মহান আল্লাহর হুকুমে আরোগ্য লাভ হয়।'[হাদীসটি মুসলিম (২২০৪) বর্ণনা করেন]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে" এটি রোগী ও চিকিৎসকের মনকে দৃঢ় করে এবং উক্ত ঔষধ অন্বেষণ ও অনুসন্ধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।'[যাদুল মা'আদ (৪/১৫)]

চিকিৎসা গ্রহণের অনুমতি, চিকিৎসা গ্রহণে বা অন্বেষণে ছাড় দেয়ার সাথে সাথে হারাম দিয়ে চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

ওয়ায়লে হাদ্বরামী থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: তারকে ইবনে সুয়াইদ আল-জূ'ফী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদরে ব্যাপারে জজ্ঞিাসা করলে তনিি তাকে নষিধে করছেনে কংিবা সটেি তরৈি করাকে অপছন্দ করছেনে। তখন তারকে বলনে: আমি চকিৎিসার জন্য এটি তরৈি করছি। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলনে: "এটি কোনো ঔষধ নয়; বরং এটইি রোগ।"[হাদীসটি মুসলমি (১৯৪৮) বর্ণনা করনে]

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক ঔষধ সম্পর্কে নষিধে করছেনে।[হাদীসটি তরিমযিী (২০৪৫) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

আবুদ-দারদা বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "আল্লাহ রোগ ও ঔষধ অবতীর্ণ করছেনে। প্রত্যকে রোগরে জন্য তনিি ঔষধ রখেছেনে। সুতরাং তোমরা চকিৎিসা গ্রহণ করো। তবে হারাম দয়িে চকিৎিসা গ্রহণ করো না।"[হাদীসটি আবু দাউদ (৩৮৭৪) বর্ণনা করনে।] শাইখ আলবানী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: সমার্থক আরো কছিু হাদীসরে কারণে হাদীসটরি ভাব সহহি।[আত-তা'লীক্বাতুর রাদ্বয়িযাহ 'আলার-রাউদ্বাহ আন-নাদয়িযাহ (৩/১৫৪) থকেে সমাপ্ত]

দুই:

কোনো ঔষধে মদ কংিবা শূকররে মতো হারাম কছিু আছে, কবেল এটি বলার মাধ্যমে কোনো কছিু ঔষধ হারাম হয়ে যাবে না। বরং এ বষিয়টি আলমেদরে মাঝে ব্যাখ্যা-বশি্লষেণ সাপক্ষে। আমরা নম্নিে সংক্ষপেে বষিয়টি উল্লখে করব:

১- হারাম-দ্রব্যাদি ও নছিক নাপাকরি মাধ্যমে চকিৎিসা গ্রহণ:

যমেন: মদরে মাধ্যমে চকিৎিসা নওেয়া। অথবা কোন কোন দশেে মানুষ যমেনটা করে তথা নজিদেরে পশোব পান করে থাকে। এটি হারাম। এর পক্ষে দলীল হচ্ছে মদ ও নাপাক বস্তু দয়িে চকিৎিসা গ্রহণরে ব্যাপারে নষিধোজ্ঞা সম্বলতি উপরে বর্ণতি হাদীসসমূহ।

ইবনে তাইময়িযা রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'নাপাক হারাম বস্তু দয়িে চকিৎিসা গ্রহণ করা হারাম। কারণ হারামরে বধিান আরোপকারী দলীলসমূহ যমেন আল্লাহর বাণী: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ "তোমাদরে জন্য মৃত প্রাণীকে (খাওয়া) হারাম করা হয়ছে" কংিবা হাদসি: 'প্রত্যকে শকিারী দাঁত বশিষ্টি হংিস্র জন্তু হারাম' কংিবা আল্লাহর বাণী: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ "মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নর্িণয়রে তীর এগুলো নাপাক।" এই আয়াত ও হাদীসগুলো চকিৎিসার ক্ষত্রেে ও চকিৎিসা ছাড়া অন্যান্য ক্ষত্রেরে জন্য আম (সাধারণ)। তাই যে ব্যক্তি এই দুটি ক্ষত্রেরে মাঝে পার্থক্য করল, সে এমন দুটি বষিয়রে মাঝে পার্থক্য করল আল্লাহ যে দুটোকে একত্রতি করছেনে এবং আম (সাধারণ)-কে খাস (নর্িদষ্টি) করল। এমনটি করা জায়যে নয়।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/৫৬২) থকেে ঈষৎ পরবির্তনসহ]

ইবনুল কাইয়্যমি রাহমিাহুল্লাহু তাআলা বলনে: 'হারাম বস্তু দয়িে চকিৎিসা গ্রহণ করা শরীয়ত ও আকল উভয় দৃষ্টকিোণ থকেে

নিন্দনীয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হওয়ার কারণ আমাদের উল্লেখিত পূর্বোক্ত হাদীসসমূহ ও অন্যান্য হাদিসসমূহ। আর আকলের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে মহান আল্লাহ এটাকে খারাপ হওয়ার কারণেই হারাম করেছেন। তিনি এই উম্মতকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনো ভালো জিনিসকে হারাম করেননি; যেমনটি বনী ইসরাইলের ক্ষেত্রে করেছিলেন। আল্লাহ সে প্রসঙ্গে বলেন: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ "(প্রথমে) বেঁধে করা হয়েছিল এমন কতিপয় ভালো জিনিস আমি তাদের জন্য (ইহুদিদের জন্য) অবৈধ করে দিয়েছি তাদের যুলুমের কারণে।" বরং আল্লাহ এই উম্মতের জন্য যা হারাম করেছেন তা খারাপ হওয়ার কারণেই হারাম করেছেন। তিনি তাদেরকে এগুলো গ্রহণ করা থেকে রক্ষা করার জন্য হারাম করেছেন। সুতরাং এগুলোর মাধ্যমে রোগ-বিমার থেকে চিকিৎসা গ্রহণ অন্বেষণ করা উপযুক্ত নয়। কেননা যদি রোগ দূর করার ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব থাকেও তবুও এগুলোর খারাপ দিক শক্তিশালী হওয়ার কারণে অন্তরের উপর গুরুতর আকারে রোগ রেখে যাবে। ফলে এগুলোর দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তি যেন অন্তরকে রোগাক্রান্ত করার মাধ্যমে দেহের রোগ দূর করল।'[যাদুল মা'আদ (৪/১৪৩) থেকে সমাপ্ত]

২- নেশাকর দ্রব্য মিশ্রিত ঔষধ:

ঔষধে নেশাকর দ্রব্যের উপস্থিতির দুটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: যদি নেশাকর বস্তুর পরিমাণ অল্প হয়, অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া হয় যে কোনো মানুষ এই ঔষধ থেকে বেশি পরিমাণ পান করলেও নেশাগ্রস্ত হবে না, তাহলে একদল আলেম এ ধরনের ঔষধ পান করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া প্রদান করেছেন। কারণ মদ নেশাগ্রস্ত করে বিধায় এটি অল্প বা বেশি পরিমাণ পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এই ঔষধে নেশার ইল্লত (কারণ) অনুপস্থিত। সুতরাং এর পরিমাণ অল্প হোক কিংবা বেশি হোক, এটি নেশাগ্রস্ত করে না। তাই আলেমেরা এমন ঔষধ গ্রহণ করা জায়েয বলে গণ্য করেছেন। আরো

দ্বিতীয় অবস্থা: ঔষধে নেশাকর দ্রব্যের অনুপাত অনেক। ফলে কোনো ব্যক্তি যদি তা থেকে বেশি পরিমাণে পান করে তাহলে সে নেশাগ্রস্ত হবে। এ অবস্থায় নেশার ইল্লত (কারণ) উপস্থিত থাকায় রোগীকে এমন ঔষধ প্রদান করা জায়েয হবে না। এটি মদের হুকুমে পড়বে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিতা' (মধু থেকে উৎপন্ন শরাব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: 'প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী পানীয় হারাম।'[হাদীসটি মুসলিম (২০০১) বর্ণনা করেন]

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যে বস্তুর বেশি পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে, তার স্বল্প পরিমাণও হারাম।"[হাদীসটি আবু দাউদ (৩৬৮১) বর্ণনা করেন, শাইখ আলবানী 'সহিহ আবু দাউদ' (৩৬৮১)-তে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

৩- হারাম নাপাকি মিশ্রিত ঔষধ:

কছিু ঔষধে শূকররে চর্বি, মৃত প্রাণীর অংশ বা অনুরূপ কছিু থাকে। এর দুটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: ঔষধরে সাথে মশি্রতি হওয়ার সময় এই হারাম নাপাকগিুলোর 'ইস্তহোলা' (استحالة) ঘটা। ইস্তহোলা বলতে বোঝানো হয় বস্তুর স্বীয় বশৈষি্ট্য রূপান্তরতি হয়ে যাওয়া ও বদলে যাওয়া।[আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িাহ (৩/২১৩) থকেে সমাপ্ত]

ঔষধ তরৈরি সময়ে কছিু নাপাকরি ক্ষত্রেে এমন রাসায়নকি বক্রিয়িা হয় যে এর মূল রূপ হারয়িে অন্য পদার্থে রূপ নয়ে।

বহু সংখ্যক আলমেরে মতে যদি নাপাকরি রূপ বদলে অন্য কছিু হয়ে যায় তাহলে এগুলোর থকেে নাপাকরি কারণ দূর হয়ে যায় এবং এগুলোকে পাক হসিবেে হুকুম প্রদান করা হয়। ক্বারাফী রাহমিাহুল্লাহু তা'আলা বলনে: 'কনেনা আলমেদরে ঐকমত্য রয়ছেে যে, আল্লাহ কোনো বস্তুকে কবেল সত্তাগত এবং আকৃতগিত কারণে নাপাক বা নাপাকযিুক্ত বলে ঘোষণা দনেনি। বরং বস্তুর সত্তায় স্থান গ্রহণ করা বশিষে গুণরে জন্যই আল্লাহ কোনো বস্তুকে নাপাক বলে গণ্য করছেনে। সটেি হতে পার: বশিষে রং ও বশিষে কোনো অবস্থা। যদি সইে বশিষে অবস্থা ও গুণ বলিুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে হারাম হওয়াকে অবধারতি করে এমন কছিুর অনুপস্থতিরি কারণে হারামরে বধিানও নাকচ হয়ে যাব।'[আল-ফুরুক (২/২০৭) থকেে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যমি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'এই মূলনীতরি উপর ভত্তিি করে মদ রূপান্তরতি হওয়ার মাধ্যমে তা পবত্রি হয়ে যাওয়াটা কয়িাসরে দাবী। নকিৃষ্টতার বশৈষি্ট্যরে কারণে মদ নাপাক। নকিৃষ্টতা দূর হয়ে গলেে নাপাকও দূর হয়ে যায়। শরীয়তরে সকল উৎস ও ফলাফলরে ক্ষত্রেে এটইি মূলনীতি। বরং নকেী ও শাস্তরি ক্ষত্রেেও এটি প্রধান নীতি।

সুতরাং সঠকি কয়িাস হচ্ছে অন্যান্য সকল নাপাকও রূপান্তরতি হলে সগেুলোর ক্ষত্রেেও একই বধিান প্রয়োগ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজিরে মসজদিরে স্থান থকেে মুশরকিদরে কবরগুলো উপড়ে ফলেছেলিনে। কন্তিু মাটি সরয়িে ফলেনেনি। মহান আল্লাহ দুধরে ব্যাপারে জানয়িছেনে যে দুধ রক্ত ও গোবররে মধ্য থকেে বরে হয়। মুসলমিরা এ ব্যাপরে একমত যে কোনো প্রাণী যদি নাপাক খাদ্য গ্রহণ করার পর তাকে বঁধে রাখা হয় এবং প্রাণীটি পাক খাদ্য গ্রহণ কর, তাহলে তার দুধ ও গোশত হালাল। অনুরূপভাবে শস্য ও ফল নাপাক পানি দয়িে সচে দওেয়ার পরে যদি পাক পানি দয়িে সচে দওেয়া হয় তাহলে সইে শস্যও হালাল। নাপাকরি বশৈষি্ট্য রূপান্তরতি হয়ে পবত্রি বশৈষি্ট্য চলে আসার কারণে।

এর বপিরীতে যদি পবত্রি বস্তু নাপাকতিে রূপান্তরতি হয়, তাহলে বস্তুটি নাপাক হয়ে যায়। যমেন: পানি ও খাবার যখন পশোব ও পায়খানায় রূপ নয়ে।

তাই পবত্রি বস্তু নাপাকতিে রূপান্তরতি হলে এর প্রভাব থাকল, নাপাক বস্তু পবত্রি বস্তুতে রূপান্তরতি হলে এর প্রভাব থাকবে না কনে?

আল্লাহ তাআলা পবত্রি থকেে নাপাক ও নাপাক থকেে পবত্রিকে বরে করনে। এখানে মূল অবস্থা ববিচেয নয়। বরং বস্তুর

বশৈষ্ট্যি ববিচ্যে। ...’ [ই’লামুল মুওয়াক্কি’ঈন (৩/১৮৩) থকেে সমাপ্ত]

এটি অধকিাংশ মাযহাবরে অভমিত। যমেনটি উল্লখে করছেনে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়্যিা রাহমিাহুল্লাহ। তনিি বলনে: ‘জমহুররে মতে রূপান্তরতি নাপাকি পবত্রি। এটি হানাফী ও যাহরেীদরে প্রসদ্ধি মত। এটি মালকে ও আহমদরে মাযহাবে দুই মতরে একটি মত এবং শাফয়েীর মাযহাবওে একটি মত।’[মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/১৫০) থকেে সমাপ্ত] আরো

দ্বতিীয় অবস্থা: যদি ঔষধে উক্ত নাপাকি এর মূল রূপে অবশষ্টি থকেে যায় এবং অন্য বস্তুতে রূপ না নয়ে, যমেন কছিু ঔষধে শূকররে চর্বি এর মূল রূপে বহাল থাকে এবং ঔষধ প্রস্তুত করার সময় তা পরবির্ততি হয়ে যায় না। এমনটি হলে সে ঔষধ খাওয়া হারাম হবে। কারণ এ ঔষধ খাওয়া মানে নাপাকরি কছিু অংশ খাওয়া। আরো জানতে লখেক হাসান ইবনে আহমদ আল-ফাক্কী রচতি বই ‘আহকামুল আদউইয়া ফশি-শারয়িাতলি ইসলাময়্যিাহ’ পড়ুন। এটি আপনার এক্সপার্টাইজে একটি উপকারী বই। এর ভাষাও সহজ। আপনি ইন্টারনটেে বইটি পয়েে যাবনে।

সারকথা হলো:

হারাম বস্তু সটেি নশোকর হোক কংিবা অ-নশোকর নাপাক হোক; সটোকে যে কারণে হারাম করা হয়ছেে সে বশৈষ্ট্যি যদি অনুপস্থতি হয়ে যায়, নাপাকরি কোনো চহ্নি না থাকে কংিবা ঔষধরে সাথে মশ্রিতি নশোকর বস্তুর নশো সৃষ্টরি কোনো প্রভাব অবশষ্টি না থাকে, তাহলে এই ঔষধ গ্রহণ করা হালাল হবে এবং রোগীকে এর প্রসেক্রপিশন দওেয়া বধৈ হবে। কারণ এতে থাকা হারাম অথবা নাপাকি নঃিশষে হয়ে গছেে এবং এর কোনো প্রভাব অবশষ্টি নইে। কন্তিু যদি হারামরে প্রভাব বাকি থাকে, তাহলে এমন ঔষধরে প্রসেক্রপিশন দওেয়া ও এর দ্বারা চকিৎিসা গ্রহণ করা হালাল হবে না।

ঔষধে হারাম বস্তু উপস্থতি নাকি অনুপস্থতি তা অভজ্ঞি ব্যক্তরিা ইন্দ্রয়ি ও পরীক্ষণরে মাধ্যমে জানতে পারবে। ঔষধে মশ্রিণরে অনুপাত সম্পর্কে জানাও তা জানতে সাহায্য করবে।

তনি:

হারাম উপাদান সম্বলতি ঔষধগুলোর নাম জানতে হলে এ বষিয়ে বশিষেজ্ঞ ব্যক্তি তথা ঔষধ প্রস্তুতরে কাজে নয়িোজতি নর্িভরযোগ্য দ্বীনদার ফার্মাসস্টিদরেকে জজ্ঞিাসা করুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।